প্রবন্ধ

# নৈতিক মূল্যবোধ উজ্জীবনে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র আদর্শ

মুহাম্মদ এমদাদুল হক

**ভূমিকা**

বিশ্বে শান্তি ও শৃংখলা কেবল তখনই প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে যখন সমাজ হবে সুন্দর ও মনোরম। আর সমাজকে ভাল করতে হলে নৈতিকতা, ভাল আচার-ব্যবহারের তালিম দেওয়া অপরিহার্য। এ কারণেই সকল ধর্মের বুনিয়াদ স্থাপিত হয়েছে উত্তম চরিত্রের উপর। প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক নবী ও রাসূল এরই দিকে মানুষকে আহ্বান করেছেন। সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর আবির্ভাবের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন ঃ "আমি তো প্রেরিত হয়েছি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা বিধানের জন্য" ।[কানযুল উম্মাল, খণ্ড ২, পৃষ্টা ৫] আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন এরশাদ করেন , "তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার মধ্যে রয়েছে সুন্দরতম আদর্শ"। [সূরা আহযাব, ২১]

এ আয়াতের দাবি ছিল, সাহাবায়ে কিরাম যেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার প্রতিটি আচার-আচরণ, রীতি-নীতি এবং স্বভাব-চরিত্রকে নিজেদের বর্ণনা দ্বারা অপরাপর মুসলিম পর্যন্ত পৌঁছান, যাতে তাঁর উম্মত তাঁর পদাংক অনুসরণ করতে পারে এবং তাঁর উত্তম চরিত্র ও সুমহান গুণাবলী নিজেদের জীবনে রূপায়িত করতে সক্ষম হন। আল্লাহর হাবীবের আগমন ছিল অন্ধকার যুগে আলোর দিশা দেবার জন্য। কবি গোলাম মোস্তফার কবিতায় উঠে এসছে সেই আলোর দিশারী হাবীবে খোদার আগমনের প্রয়োজনীয়তা-

এই ঘোর দুর্দিনে এলো কে গো বিশ্বে,
উজলিয়া দশদিশি, তরাইতে নিঃস্বে!
মুখে তার প্রেম বাণী, করুণা ও সাম্য,
বিশ্বের মুক্তি ও কল্যাণ কাম্য।
আল আমীন

তদানীন্তন আরব সমাজে মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সুপরিচিত ছিলেন আল-আমীন নামে। অসভ্য বর্বর মানবতার সমাজে তিনি ছিলেন এক স্বতন্ত্র সত্তা। অতিথিপরায়ণতা এবং প্রখর স্মৃতিশক্তি ভিন্ন আরবদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন গুণাবলী ছিল না। হঠকারিতা, লুণ্ঠন, রাহাজানি, দস্যুবৃত্তি ও হত্যা নিত্যনৈমিত্তিক এবং অতি সাধারণ ঘটনা ছিল। প্রতারণা, অপহরণ, চৌর্যবৃত্তি এত স্বাভাবিক ঘটনা ছিল যে, এগুলো অপরাধ বলে গণ্য হত না। বাহুবল এবং গোত্রীয় শক্তি ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি ছিল। নীতি-নৈতিকতার কোন বালাই ছিল না। এরূপ একটি সমাজে পিতৃমাতৃহীন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শৈশব এবং কৈশোর হতেই সকলের নিকট একক বিশ্বস্ত ও অস্থাভাজন হয়ে উঠেছিলেন। স্থাপন করলেন নৈতিকতার এক অনুপম আদর্শ। যাঁরা সাধারণত সত্য কথা বলেন অথবা সাধারণত মিথ্যা কথা বলেন না-এমন বহু লোক পাওয়া যাবে। যাঁরা সদাসর্বদা সত্য কথা বলেন, এমন বহু লোকও পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সারা জীবনে একটিও মিথ্যা কথা বলেননি, এরূপ কয়জন লোক পাওয়া যেতে পারে? মানব ইতিহাসের পাতায় যাঁরা স্থান পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আজন্ম সত্যভাষণ বা 'আল-আমীন' উপাধীধারী ব্যক্তি আমাদের জানা মতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ভিন্ন একজনও নেই। শুধু সত্য ভাষণ নয়, অপরের আমানত সংরক্ষণেও নবুওয়াত প্রকাশের পূর্বেও যুবক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ছিলেন অনন্য। মিথ্যা পরিহার করতে যতটুকু নৈতিক শক্তির প্রয়োজন হয়, অপরের আমানত সংরক্ষণে তার চেয়ে বেশি শক্তির প্রয়োজন। কারণ মিথ্যা বা সত্য ভাষণ নিজের উপর নির্ভর করে। কিন্তু দুর্বৃত্তপূর্ণ সমাজে অপরের আমানত রক্ষায় শুধু নৈতিক বল নয়, শারীরিক শক্তিরও প্রয়োজন হয়। যুবক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন বৈশিষ্ট্য এবং চারিত্রিক মাধুর্যে তৎকালীন বর্বর মরু সমাজে এমন এক অসাধারণ বিশ্বাস, শ্রদ্ধা এবং মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন যে, তাঁর তত্ত্বাবধানে গচ্ছিত বিষয়বস্তুর উপর হামলা চালাতে দুর্ধর্ষ দুর্বৃত্তরাও প্রবৃত্ত হত না।

**চারিত্রিক সৌন্দর্য**

নৈতিক মূল্যবোধ উজ্জীবনে অন্যকে প্রভাবিত করার জন্য নিজের মধ্যে যত ধরনের গুণাবলী থাকা প্রয়োজন তার সবই ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার ব্যক্তিগত চরিত্রে। আল্লাহর হাবীবের চারিত্রিক সৌন্দর্য বর্ণনা দিতে গিয়ে হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি দশ বছর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর খেদমত করেছি। আল্লাহর কসম! তিনি আমার কাজে কখনও বিরক্তি প্রকাশ করেন নি। আমার কোন কাজে তিনি একথাও বলেন নি যে, তুমি এ কাজটি কেন করেছো? আর কোন কাজ না করলে তিনি এ কথাও বলেন নি যে, তুমি এ কাজটি কেন করলে না? হযরত উরওয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একান্তে কি কি কাজ করতেন? তিনি বললেন, তিনি কাপড় সেলাই করতেন, জুতা মেরামত করতেন এবং একজন মানুষ তার ঘরে বসে যে সব কাজ করে থাকে, তিনি তা সবই করতেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি সংক্ষিপ্ত অথচ অত্যন্ত অর্থবহ শব্দে বলেন, "তাঁর চরিত্র ছিল আল-কুরআন।" অর্থাৎ কুরআন মজীদে যে সকল উত্তম চরিত্র ও মহান নৈতিকতার উল্লেখ আছে সে সবই তাঁর মাঝে বিদ্যমান। কুরআনে বর্ণিত চরিত্র অপেক্ষা মহত্তর চরিত্র আর কী হতে পারে? তিনি ছিলেন কুরআনী চরিত্র মালার জীবন্ত প্রতীক।

**নৈতিক মূল্যবোধ**

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নৈতিকতা মূল্যায়ন করা একটি প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে সম্ভব নয়। সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করা হল:

**স্থির সংকল্প ও দৃঢ়চিত্ততা**

নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ছিলেন কঠোর সংকল্প ও দৃঢ়চিত্ততার উজ্জ্বল নিদর্শন। এ কারণেই তাঁকে উলুল আযম (স্থির প্রতিজ্ঞ) রাসূলগণের মধ্যে গণ্য করা হয়।

[আল-কুরআন, ৪৬ : ৩৫]

এই বৈশিষ্ট্য অতি সুস্পষ্ট এবং সহজেই বোধগম্য। কেননা তিনি যখন নবুওয়তের বিরাট দায়িত্ব শুরু করেছেন, তখন তাঁর তেমন সহযোগী ছিল না। কিন্তু তিনি দৃঢ়চিত্তে স্বীয় গন্তব্যে অগ্রসর হতে বিন্দুমাত্র সংকোচ বা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব করেননি। তাঁর কর্মতৎপর জীবনে এরূপ বহু সংকটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, যখন তাঁর দৃঢ়চিত্ততা ও অটল সংকল্পের অভিব্যক্তি ঘটেছে। একবার মুশরিকদের বিরোধিতা অত্যধিক বৃদ্ধি পেলে আবু তালিব নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে মূর্তিপূজার নিন্দা করা হতে বিরত থাকতে পরামর্শ দিলেন। তখন সজল নয়নে তিনি বললেন, "আল্লাহর শপথ! তারা যদি আমার এক হাতে চন্দ্র ও অন্য হাতে সূর্যও এনে দেয়, তবুও আমি দীন ইসলামের প্রচার হতে বিরত থাকব না।"[ইবনে হিশাম, সীরাত, ১খণ্ড, ২৮৪-২৮৫]

একবার জনৈক শত্রু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে একাকী একটি বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম করতে দেখে তলোয়ার উত্তোলন করে বলল , ওহে মুহাম্মদ! এখন তোমাকে আমার হাত হতে কে রক্ষা করতে পারে? নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, আল্লাহ! এই উত্তর শুনে বেদুঈন ভয়ে কম্পিত হয়ে উঠল এবং তার হাত হতে তলোয়ার পড়ে গেল। নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকে ক্ষমা করে দিলেন। [বুখারী, ২খণ্ড, ২২৬]

**সুবিচার ও ন্যায়পরায়নতা**

নৈতিকতার সবচেয়ে বড় মানদণ্ড হচ্ছে ন্যায়পরায়নতা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজীবন আল্লাহর নির্দেশ "আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সুবিচার ও সদাচরণের নির্দেশ দিচ্ছেন"। [আল-কুরআন, ১৬ : ৯০]

অনুসরণে সুবিচার ও ন্যায়পরায়নতার প্রতিচ্ছবি ছিলেন। তিনি সারা জীবন অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং সমাজে সুবিচার ও ন্যায়পরায়নতা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন। তিনি যাদেরকে শাসনকর্তা মনোনীত করে কোথাও পাঠাতেন, তাদেরকে সাবধান করে বলতেন, "মজলুমের বদ্‌দু'আ হতে আত্মরক্ষা করবে, কেননা তার ও আল্লাহর মাঝখানে কোন অন্তরাল নাই।" [বুখারী, ২খণ্ড, ৮৯]

নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সুবিচার ও ন্যায়পরায়নতার ক্ষেত্রে ইতরবিশেষ পার্থক্য করতেন না। একবার ফাতিমা মাখযূমীয়া নাম্নী এক মহিলা চুরি করলে গোত্রের লোকজন অপমানিত হবার আশংকায় হযরত উসামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর নিকট (যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আদর-যত্নে প্রতিপালিত হয়েছিলেন) সুপারিশ প্রার্থনা করল। হযরত উসামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সুপারিশের জন্য কথা আরম্ভ করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মুখমণ্ডল লাল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, উসামা! আল্লাহর অধিকারে তুমি হস্তক্ষেপ করছ? তখন উসামা ক্ষমা চাইলেন। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায় এই কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, যখন সমাজের কোন প্রভাবশালী লোক অপরাধ করত, তখন তাকে ছেড়ে দিত! আর যখন কোন দুর্বল লোক অপরাধ করত, তখন তারা তার উপর দণ্ড প্রয়োগ করত। আল্লাহর শপথ! যদি ফাতিমা বিনত

মুহাম্মদও চুরি করত, তবে আমি তার উপরও এই দণ্ড কার্যকর করতাম।" অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উক্ত মহিলার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন।

[মুসলিম, ৩ খণ্ড, ১৩১৫]

ইহুদি সমাজে অনুরূপ কোন সম্ভ্রান্ত লোক যদি ব্যভিচার করত, তবে তাকে অতি সামান্য শাস্তি প্রদান করা হত কিন্তু কোন দরিদ্র ও দুর্বল লোকের উপর পূর্ণ দণ্ড প্রয়োগ করা হত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এই সামাজিক অবিচারেরও বিলুপ্তি ঘটান। [মুসলিম, ৩ খণ্ড, ১৩২৬]

সুবিচার করার ক্ষেত্রে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট মুসলিম-অমুসলিম, দুর্বল-প্রবল, ধনী-নির্ধনের মধ্যে কোন তফাৎ ছিল না। সুবিচার ও সুশাসনের প্রশ্নে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজেও সর্বদা জবাবদিহির জন্য প্রস্তুত থাকতেন। তাঁর কোন অনিচ্ছাকৃত ব্যবহারে যদি কোন ব্যক্তি কষ্ট পেত, তবে তিনি তাকে তার প্রতিশোধ গ্রহণের উদার আহ্বান জানাতেন। একদিন জনৈক ব্যক্তি নানা আজগুবি কথাবার্তা বলে লোকজনকে হাসাতে থাকলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকে থাপ্পড় মারলেন। সে ব্যক্তি এর প্রতিশোধ গ্রহণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর শরীর মোবারক পেতে দিলেন। সে বলল, আমি নগ্ন শরীরে ছিলাম। আর আপনি জামা পরিধান করে আছেন। তিনি স্বীয় জামা উঠালে সে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে মুহরে নবুওয়াতে চুম্বন করল এবং বলল, আমি ত কেবল তাই চেয়েছিলাম।"

[আবু দাঊদ, ৩ খণ্ড, ৭৬৩; নাসাঈ, ৪৭৭৪]

নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে পর্দা করার কয়েকদিন পূর্বে প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে, আমার নিকট যদি কারও পাওনা থাকে, তবে সে তা গ্রহণ করুক অথবা আমাকে ক্ষমা করুক। জনৈক ব্যক্তি কয়েকটি দিরহাম দাবি করলে সঙ্গে সঙ্গে তা পরিশোধ করা হয়।

[আহমদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদ, ১ খণ্ড, ২০৯]

আজকের ঘুষ ও দুর্নীতির কবলে নিমজ্জিত সমাজ ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শের বিকল্প নেই। হানাহানি ও প্রতিহিংসা থেকে বেরিয়ে এসে পরমতসহিষ্ণু স্বভাব অর্জন করে শান্তির সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নীতির বিকল্প আর কি নীতি থাকতে পারে?

**নারী জাতির অধিকার ও মর্যাদা**

ইভ টিজিং সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে বেশি আলোচিত বিষয়। ইভ টিজিং বন্ধ করা যতটা না আইনি বিষয় তার চেয়ে বেশি নৈতিকতার বিষয়। এ কারণে আলোচ্য প্রবন্ধে যেহেতু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সকল গুণাবলী আলোচনা করা সম্ভব নয় সেহেতু ইভটিজিং রোধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষাটি এখানে তুলে ধরা হল। মানব জাতির স্থায়িত্ব নর ও নারীর পারস্পরিক সহযোগিতা ও মিলনের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রাচীন সভ্য জাতিসমূহের ধারণায় সামাজিক উন্নতি শুধু একটি শ্রেণীর অর্থাৎ পুরুষের প্রচেষ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

প্রাচীন ভারতের অন্যতম ধর্ম হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মে নারীকে পাপকর্মের উৎস বলা হয়েছে এবং নারী জাতিকে অত্যন্ত অবজ্ঞা ও ঘৃণার পাত্রী মনে করা হত। তারা কন্যার জন্য দুহিতা (গাভী দোহনকারিণী) এবং স্ত্রীর জন্য পত্নী (বাঁদী) শব্দ ব্যবহার করত। স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জনকারিণী হত প্রকৃত সতী।[মনু সংহিতা, ৫ ঃ ১৪৫; ৯ ঃ ১৭]

প্রাচীনকালে নারী সভ্যতার সূতিকাগার গ্রীসে নারী জাতিকে শয়তানের সমতুল্য মনে করা হত এবং গ্রীসবাসী নারীর অবমাননা বৃদ্ধিতে কম প্রয়াস করেনি। স্ত্রীর উপর স্বামীর একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে গ্রীক নারীদের স্থান ছিল অত্যন্ত নিম্নে। নারীদের সমস্ত জীবন গোলামীতে অতিবাহিত হত। যদিও প্লেটো নারী স্বাধীনতা ও নারী-পুরুষের সমমর্যাদার দাবি করতেন কিন্তু তা কেবল তাঁর মৌখিক শিক্ষাই ছিল। কার্যকরভাবে নারীর অবস্থার উন্নতির জন্য কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি।

[Encyclopaedia Britannica, খণ্ড ১৯, শিরোনাম- Rome]

ব্যবিলন ও ইরানের অবস্থা রোম ও গ্রীক হতে বিশেষ ভিন্ন ছিল না। নারীকে এ সব সমাজেও অত্যন্ত অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা হত।

আরবীয় সমাজেও নারীর অবস্থা ছিল শোচনীয়। অনেক গোত্রে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়ার প্রচলন ছিল। বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদেও কোন নিয়ম ছিল না। উত্তরাধিকার সূত্রে নারী কোন সম্পদ লাভ করতে পারত না। [মাহমুদ শুকরী আলূসী, বুলুগুল আরার, ২খণ্ড, ২-৫৬ প্রথম সংস্করণ]

আধুনিক যুগে নারী স্বাধীনতার চিৎকার সত্ত্বেও নারীদের সঙ্গে বিভিন্ন দিক হতে প্রতারণামূলক ব্যবহার করা হচ্ছে। জীবন ও সংস্কৃতির বিকাশের জন্য নর-নারীর মধ্যে

সামাজিক বন্ধন, পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভালবাসা অত্যন্ত প্রয়োজন। পাশ্চাত্য আন্দোলন নর-নারীর সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করার পরিবর্তে দ্বন্দ্ব ও বিভেদ প্রচার করে বৈরিতার বিস্তৃতি ঘটাচ্ছে, পারস্পরিক সহযোগিতার স্থলে অসন্তুষ্টি সৃষ্টি করা হচ্ছে, স্বাধীনতার নামে তাদেরকে বিপথগামী করা হচ্ছে এবং নারী স্বাধীনতার নামে তাদেরকে সকল সামাজিক নিয়ম-পন্থা হতে বিদ্রোহ শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। পাশ্চাত্যের অনুকরণে প্রাচ্য ও অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে একই অবস্থা বিরাজমান। মিসর, সিরিয়া, ইরাক, তুরস্ক, ইরান, আফগানিস্তান ও উপমহাদেশে বর্তমানে এই আন্দোলনের প্রতিধ্বনি শ্রুত হচ্ছে। আধুনিক সভ্যতা নারীকে যে স্বাধীনতা দিয়েছে তা কৃত্রিমতাপূর্ণ। প্রকৃত স্বাধীনতা বলতে যা বুঝায়, তা ইসলামের মহান নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই সর্বপ্রথম নারী জাতিকে প্রদান করেছেন। যার ফলে নারী জাতি তাদের বৈধ সকল অধিকার লাভ করেছে এবং একটি মহৎ ও উন্নত সমাজ গঠন সম্ভবপর হয়েছে। নৈতিক অবক্ষয়ের এই যুগসন্ধিক্ষণে যুবক-যুবতীদের নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে নারী উৎপীড়ন বন্ধ করতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শের বিকল্প নেই। প্রকৃতপক্ষে সমাজ জীবনে নর-নারীর সঠিক পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ে প্রাচীন ও নূতন সকল চিন্তাধারা একতরফা এবং অসম্পূর্ণ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্ববাসীকে বলেন যে, জীবন নারী ও পুরুষ উভয়ের আস্থাবান সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। তিনি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় নারী ও পুরুষের অপরিহার্য সুসম্পর্কের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন যে, নর-নারী উভয়ের পারস্পরিক অধিকার এবং দায়িত্বও রয়েছে, 'এবং নারীদেরও তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার রয়েছে, যেমন আছে তাদের পুরুষদেরও।' [আল-কুরআন, ৪ : ১]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বীয় কর্মজীবনে নারীদের সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন এবং কিরূপ ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন তা একটু দেখা যাক। অন্যান্য ধর্ম ও সমাজে আত্মীয়তার শ্রেণীভেদের প্রতি লক্ষ্য করা হয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্মীয়কে মুহরিম (বিবাহ নিষিদ্ধ) ও গায়র মুহরিম (যাদের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ নয়) এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করে এর ব্যাখ্যা দান করেছেন। নারীরা তার গায়র মুহরিম আত্মীয়ের সম্মুখে সৌন্দর্য প্রদর্শন করা এবং শালীনতা রক্ষা হয় না এমন পোশাক পরিধান নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এই নির্দেশ লংঘনের শাস্তি হল জাহান্নাম।

[মুসলিম, ৬ খণ্ড, ১৫৮]

পক্ষান্তরে অনুরূপভাবে পুরুষদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যদি সে ঘটনাক্রমে হঠাৎ কোন স্ত্রীলোকের সামনে হয়, তাহলে সে যেন স্বীয় দৃষ্টি অবনত রাখে। [তিরমিযি, পৃ. ১৩৮]

তিনি নারীদেরেকে ঘরের বাইরে যাওয়ার সময় স্বীয় দেহসৌষ্ঠব আচ্ছাদিত করবার এবং ভিন্ন পুরুষের নিকট হতে পৃথক থাকবারও নির্দেশ দিয়েছেন।

[আবু দাউদ, ৪ খণ্ড, ৮৬]

তিনি স্ত্রীলোকদেরকে গায়র মুহরিম পুরুষের সঙ্গে ভ্রমণ করতে এবং একান্তে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে নিষেধ করেছেন।[বুখারী, ৭ খণ্ড, ৪৮]

নৈতিকতা, শালীনতা ও সম্ভ্রম রক্ষার উদ্দেশ্যেই তিনি নারী সমাজকে উপরিউক্ত রীতি-নীতি অনুসরণের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আজকে প্রিন্ট মিডিয়া এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া সর্বত্রই ইভ টিজিং একটি সামাজিক ব্যাধি এবং এবং এই ব্যাধি অপসারনের জন্য সেমিনার, টক শো, নাটক নির্মাণ, গোলটেবিল বৈঠক নানা আয়োজন হচ্ছে। আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নৈতিকতার যে মানদণ্ড তৈরি করে দিয়েছেন নারী-পুরুষ উভয়েই যদি তা মেনে (যেমন ঘটনাক্রমে দৃষ্টি নিবদ্ধিত হলেই তৎক্ষনাৎ ফিরিয়ে নিতে হবে) চলে তাহলে এ সবের কিছুই প্রয়োজন হবে না এমনকি কোন আইনেরও প্রয়োজন নেই। প্রাচীন রাষ্ট্র দার্শনিক প্লেটো বলেছেন, যেখানে নৈতিকতা নেই সেখানে আইন অকার্যকর এবং যেখানে নৈতিকতা আছে সেখানে আইন নিষ্প্রয়োজন।

**লেখক:** *সহকারী অধ্যাপক, পলিটিক্যাল স্টাডিজ বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট*